ভোরের কাগজ

তারিখ 18 MAR 2004
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাত-সতেরো

শিক্ষা ও উন্নয়নবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র

ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে 'দি ওয়ার্ল্ড এডুকেশন অ্যান্ড হিউম্যান রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। জ্ঞানপিপাসু আগ্রহী ব্যক্তিরা এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এই সেন্টারের সংগ্রহে রয়েছে বিশ্বের, বিশেষত বাংলাদেশের প্রায় দুদশক ধরে প্রকাশিত বিভিন্ন ইংরেজি, বাংলা দৈনিক, সপ্তাহিক পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ধর্ম গ্রন্থ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আইন, মানব উন্নয়ন ও গবেষণা সংক্রান্ত সংবাদপত্র, বই, সাময়িকী ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা গবেষকদের জন্য ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা। সঙ্গত কারণেই গবেষকদের জন্য গ্রন্থাগারটির ভূমিকা হবে তাৎপর্যময়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহী এবং জ্ঞানপিপাসুরা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যভুক্ত হতে পারবেন।

এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রূপকার ঢাকা থেকে গত দুদশক ধরে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ইকোনমি' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক খালেদ মাহমুদ বললেন, আমরা সবাই জানি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। বাংলাদেশের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। শুধু শিক্ষা লাভ করলেই চলবে না। যে শিক্ষা মানব কল্যাণে ব্যয় হয় না তার আসলে অভিধার্মিক কোনো মূল্য নেই। এজন্যই আমি গত ২০ বছর ধরে একটি স্বপ্ন লালন করে আসছি এ ধরনের মানব কল্যাণ ও মানব উন্নয়নমুখী একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। তাই আমার সীমিত শক্তি দিয়ে হলেও আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। কারণ, প্রকৃত শিক্ষা অর্জন ছাড়া আসলে আমাদের মুক্তি নেই। বর্তমান যুদ্ধোন্মুখ পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের অঙ্গীকার হোক মানবাধিকার সংরক্ষণ করার। মানুষ যতো বেশি শিক্ষিত ও সচেতন হবে ততো বেশি প্রতিবাদমুখর হয়ে যুদ্ধ, হানাহানির বিপক্ষে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে পারবে।

এজন্য আমাদের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করার অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। সর্বশেষ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ বাংলাদেশ'-এর দুটি ভাষায় মোট ২০টি খণ্ড আমরা সংগ্রহ করছি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বইপুস্তক এবং এ সংক্রান্ত সংবাদ সাময়িকীও সংগ্রহ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে নজর দেয়া হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সংগ্রহশালার দিকেও। গবেষকরা এখানে এসে বিনা খরচে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সারা বিশ্বের বিখ্যাত, বড়ো বড়ো সব সংগ্রহশালার সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবো। তিনি আরো বললেন, এটি আমার ব্যক্তিগত প্রয়াসে গড়ে উঠলেও আমি এটাকে জনগণের সম্পদ মনে করি। আমার উত্তরাধিকারীরা যাতে এটিকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে দাবি করতে না পারে সেজন্য আমি একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করবো এটি পরিচালনার জন্য।

সংগ্রহশালাটি আগ্রহী জ্ঞানপিপাসুদের ব্যবহার করার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি মানব কল্যাণমুখী এ প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এ সংক্রান্ত

যোগাযোগের ঠিকানা : খালেদ মাহমুদ, প্রতিষ্ঠাতা : দি ওয়ার্ল্ড এডুকেশন অ্যান্ড হিউম্যান রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। ৫/ডি সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা-১২১৭। ফোন: ৯৩৩৫৮২২, ৪১৫৩১৮, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৩৫৮২২ ই-মেইল : kmahmood@bdonline.com

❑ হারুন রশীদ